যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2

শপথ নিলেন জিল্লুর রহমান

১৯তম রাষ্ট্রপতিকে সহযোগিতার আশ্বাস বিএনপির

শপথ গ্রহণের পর বিদায়ী ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে করমর্দন করছেন নতুন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান -যায়দি

মাহমুদ আল ফয়সাল

দেশের ১৯তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ জননেতা মো. জিল্লুর রহমান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন মহাজোটের শরিকদের পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অন্যান্য দলের সংসদ সদস্য ও নেতাদের অংশগ্রহণে শপথ অনুষ্ঠানটি সর্বজনীন এক আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

ইয়াজউদ্দিনের বঙ্গভবন ত্যাগ : জিল্লুর উঠবেন রবি বা সোমবার

শপথ অনুষ্ঠানে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্পিকার অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক দুই প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ও বিচারপতি লতিফুর রহমান, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা ও দুই নির্বাচন কমিশনার, তিন বাহিনী প্রধান, মেয়ররা, আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতসহ বিভিন্ন দলের ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতারা, সিনিয়র সাংবাদিক এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম আবদুল আজিজ।

সন্ধ্যা ৭টার ঠিক ৫ মিনিট আগেই বঙ্গভবনের দরবার হলে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর প্রধান বিচারপতি এম এম রু... আমিন দরবার হলে প্রবেশ করেন। পৃ ১০ >> ক...

শপথ নিলেন জিল্লুর রহমান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ৭টার সময়ই বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে দরবার হলে প্রবেশ করেন এবং সরাসরি মূল মঞ্চে যান। এ সময় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

জাতীয় সঙ্গীতের পরই আসন গ্রহণ করেন বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ও নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিসহ বঙ্গভবনের দরবার হলে আমন্ত্রিত অতিথিরা। মূল মঞ্চের তিনটি আসনের মাঝের আসনটিতে বসেন বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। তার ডানের আসনে বসেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান এবং বামে প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের ঘোষণার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বঙ্গভবন জামে মসজিদের পেশ ইমাম আলহাজ্ব কারী মাওলানা আবদুল হালিম।

এরপর মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম আবদুল আজিজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত প্রজ্ঞাপন পাঠ এবং মো. জিল্লুর রহমানকে দেশের রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন। দরবার হলে উপস্থিত সবাই নতুন রাষ্ট্রপতিকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব নতুন রাষ্ট্রপতিকে শপথ পড়ানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে এবং শপথ পাঠ করার জন্য নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান। সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানকে শপথ পড়ান প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন।

শপথের পরপরই বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নতুন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান এবং তার সঙ্গে করমর্দন করেন। এরপর প্রধান বিচারপতি নতুন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। এর পরপরই বিদায়ী রাষ্ট্রপতি তার আসনটি ছেড়ে দিলে নতুন রাষ্ট্রপতি মাঝের আসনটিতে বসেন। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ডানের আসনে গিয়ে বসেন। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে আসন পরিবর্তনের পরপরই নতুন রাষ্ট্রপতি শপথনামায় সই করেন। এরপর জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয় ...ন্ধ্যা ৭টা ৮ মিনিটে।

...র পর রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান মূল মঞ্চ থেকে নেমে এলে অতিথি সারিতে বসা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে শেখ রেহানা আওয়ামী লীগের এই বর্ষীয়ান নেতাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। একই সময় নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আবেগাপ্লুত হন।

শপথ অনুষ্ঠানের পর চা চক্র শেষে রাত ৮টার দিকে বঙ্গভবন থেকে কড়া নিরাপত্তায় বেরিয়ে যান রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। এ সময় সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরলেও তিনি কোনো কথা বলেননি। বঙ্গভবন থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতি তার গুলশানের নিজ বাসভবন আইভি কনকর্ডে ফিরে যান। বঙ্গভবন ও রাষ্ট্রপতির পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি আগামী দু'তিন দিন গুলশানের বাসাতেই থাকবেন। আগামী রবি বা সোমবার তিনি বঙ্গভবনে উঠবেন।

রাষ্ট্রপতির পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্ষীয়ান জননেতা জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এমন একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হলেন যিনি ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ২০০৪ সালে তিনি তার স্ত্রী আইভি রহমানকে হারিয়েছেন। ওয়ান ইলেভেনের পর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের নবযাত্রার প্রথম ধাপ শুরু করলাম। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে চেষ্টা চালিয়ে যাবো। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ভোট দিয়ে দেশের জনগণ মনের মতো সরকার গঠন করতে পারবে। জনগণের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।

শপথ অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিএনপির এম কে আনোয়ার, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক, বরকত উল্লাহ বুলু, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী ও নজরুল ইসলাম মঞ্জু, জামায়াতে ইসলামীর হামিদুর রহমান আযাদ, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম অংশ নেন। প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এরই মধ্যে বিএনপির পক্ষ থেকে নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। আজ আমরাও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে নতুন রাষ্ট্রপতি তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন- এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন বলে আশাবাদ প্রকাশ করে জয়নাল আবেদীন ফারুক বলেন, নিরপেক্ষতা বজায় রাখলে বিএনপি নতুন রাষ্ট্রপতিকে সহযোগিতা দেবে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেশ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি পেয়েছে এতে আমি খুবই খুশি। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি গর্বিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পেরে আমি খুবই সন্তুষ্ট। এর আগে আমরা সফলভাবে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করেছি। উপজেলা নির্বাচনও রিভিউ করে দেখেছি- ভালোভাবে এ নির্বাচনও হয়েছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আরো ভালো নির্বাচন করা সম্ভব হবে।

শপথ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ড. এম ওয়াজেদ মিয়া, বিদায়ী রাষ্ট্রপতির স্ত্রী অধ্যাপিকা ড. আনোয়ারা বেগম, ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র বদরুদ্দীন আহমেদ কামরান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সিনিয়র সাংবাদিক এবিএম মূসা, গোলাম সারওয়ার, রাহাত খান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ড. মিজানুর রহমান মিজান, ভগলুল আহমেদ চৌধুরী, এএমএম বাহাউদ্দিন, আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, শ্যামল দত্ত, নাঈমুল ইসলাম খান, সালমা ইসলাম, মোস্তফা কামাল মজুমদার, যায়যায়দিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ, চ্যানেল আই'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, চ্যানেল ওয়ানের পরিচালক অধ্যাপক মাজিদুল ইসলাম, এনটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনায়েতুর রহমান বাপ্পিসহ সাংবাদিক, শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গভবন ত্যাগ : বিদায়ী রাষ্ট্রপতির সুবিধাদি

এদিকে গত রাত সাড়ে ১০টায় বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নৈশভোজ শেষে বঙ্গভবন ছেড়ে সরাসরি তার গুলশানের বাড়িতে ওঠেন। নিয়ম অনুযায়ী আগামী তিন মাস তিনি নিরাপত্তায় এসএসএফ সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি ৭৮ বছর বয়স্ক বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ আমৃত্যু রাষ্ট্রীয়ভাবে মাসে ২৫ হাজার ৫০ টাকা অবসর ভাতা পাবেন। এছাড়াও মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনে একজন ব্যক্তিগত সহকারী, ১ হাজার ৮০০ টাকা বেতনে একজন অ্যাটেনডেন্ট, চিকিৎসা ভাতা হিসেবে একজন মন্ত্রীর প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, বাসায় টেলিফোন সংযোগ ও বিল বাবদ ট্রাংকলসহ মাসে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা, অফিস ও স্টেশনারি খরচ বাবদ বছরে ৬ হাজার টাকা, কূটনৈতিক পাসপোর্ট এবং দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণকালে সরকারি সার্কিট হাউস বা রেস্ট হাউসে বিনা ভাড়ায় থাকার সুযোগ পাবেন। সাবেক রাষ্ট্রপতিরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জীবদ্দশায় এসব সুবিধা পেয়ে থাকেন।

বর্তমানে জীবিত চার রাষ্ট্রপতির মধ্যে তিনজন আবদুর রহমান বিশ্বাস, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এসব সুবিধা ভোগ করছেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হলেও তা নেন না বলে বঙ্গভবন সূত্র জানিয়েছে।